SAHITYA ANWESHAN, The book have completed by various type of reseath articles, written by research scholars and professors• Chif Editor by Dr. Amitabh Kumar Biswas, Asst. Editor Sariful Islam & Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata-700009, July, 2020 Rs. 150.00

© শ্রী অমিতাভ বিশ্বাস

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো উপায়েই এই গ্রন্থের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
জুলাই, ২০২০

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণ সংস্থাপন
প্রিন্টম্যাক্স
ইছাপুর

মুদ্রক
স্টার লাইন
কলকাতা : ৭০০ ০০৬

ISBN 978-93-88988-59-9

মূল্য : একশো পঞ্চাশ টাকা

সূচিপত্র

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র ও দেনাপাওনা	১১	স্নেহলতা দাস
"প্রসঙ্গ : থার্ডথিয়েটার"	১৬	অমিতাভ কুমার বিশ্বাস
লিটল ম্যাগাজিন ও অণুকবিতা	৩৫	মনোজ ভোজ
বনফুলের সাহিত্যে আত্মকেন্দ্রিক উপন্যাস	৪৪	চন্দনা তেওয়ারী
বাংলা সাহিত্যে দলিত নরনারী	৫৪	ড. জাহির আলম
নজরুল কাব্যে নারী	৬২	মোঃ কারিমুল্লাহ হক
জাদুবাস্তবতা : চূর্ণ-বিচূর্ণ ভাবনার বিচ্ছুরণ	৬৯	তিলক মণ্ডল
শরদিন্দুর সৃষ্টি সাহিত্য তাঁর স্বাতন্ত্র্যতা	৭৯	ওয়াসিম বিশ্বাস
অন্তরে অন্তঃপুরের সম্পর্ক : হারুন সালেমের মাসি	৮৫	সরিফুল ইসলাম
উপন্যাসে সমাজ, বিপ্লব ও প্রেম : সমরেশ মজুমদার	৯১	সুপ্রিয় কুমার সিন্‌হা
"সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে শৈলী"	৯৭	মৌমিতা বিশ্বাস
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পে পণ প্রথা ও কন্যাদায় : একটি পর্যালোচনা	১০৩	হজরত উমার ফারুক
শৈলী ভাবনায় গদ্য-পদ্যের দ্বন্দ্ব	১১২	প্রসেনজিৎ দে
গল্পগুচ্ছ পত্রিকায় প্রকাশিত নির্বাচিত কয়েকটি প্রবন্ধের পর্যালোচনা	১১৭	ড. রাজকুমার দে
ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব থেকে বৈষ্ণব অলংকারশাস্ত্র পর্যন্ত একটি ঐতিহাসিক পরিক্রমা	১২৬	নীলকমল বাগুই
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের বিষয় বৈচিত্র	১৩৭	এস.এম.টি মিজানুর রাহামান
লেখক পরিচিতি	১৪২	

Scanned with OKEN Scanner

লিটল ম্যাগাজিন ও অণুকবিতা

মনোজ ভোজ

১

এই নিয়ে তর্ক বিতর্ক অনেক হয়েছে। প্রলম্বিত তর্কশাস্ত্রে কোনো সদুত্তর মেলেনি। মেলবার কথাও নয়। বাণিজ্যিক আধা-বাণিজ্যিক, অবাণিজ্যের ভান এবং নিপাট অবাণিজ্যিক পত্রপত্রিকা-লিটল ম্যাগাজিনের স্ট্যাম্প লাগাবো কাকে। এই অপূর্ব সুন্দর স্ট্যাম্প যখন নিজেকে সংগ্রামী পরিচয়ে চিহ্নিত করে, যখন সরকারি অনুদান পাওয়া যায় তখন এই নামই তো আগ্রহের হবে। ঢাউস ঢাউস বিশেষ সংখ্যা, বিজ্ঞাপনের রঙমশালে আলোকিত হয়ে ওঠা, পুরস্কারের অর্থপ্রাপ্তি, পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার সব কপি বিক্রির উদ্দেশ্যে পত্রিকা প্রকাশ এবং শেষ পর্যন্ত তৃপ্তির হাসি— এই জাতীয় পত্রিকাকে লিটল ম্যাগাজিন নামে চিহ্নিত করে তাদের কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করা এই রচনার লক্ষ্য নয়। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাদের অবদান কম নয়। সামর্থ্য ও দক্ষতায় তাদের কাজ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অন্বেষী পাঠক ও গবেষকদের কাছে বিশেষ সমাদৃত। সেই সকল পত্রিকা সিংহভাগ সংরক্ষণযোগ্য। তবু কিন্তু এই আলোচনায় সেই পত্রিকাগুলিকে লিটলম্যাগাজিন হিসেবে আমরা গ্রহণ করতে পারছি না। উপরোক্ত পত্রিকাসম্পাদকদের বিপরীত প্রান্তে যাঁদের অবস্থান, দীনতার মধ্যেও যাঁদের পত্রিকা প্রকাশের দুঃসাহস, বিজ্ঞাপনের তোয়াক্কা না করে, বিক্রির মাথার না রেখে কেবল নতুন কিছু করার মন্ত্রে যাঁরা উজ্জীবিত, তাঁদের প্রকাশিত পত্রিকাই লিটল ম্যাগাজিন— অন্তত আমাদের কাছে।

লিটল ম্যাগাজিন ও তার সম্পাদকদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যদিও বৈশিষ্ট্যগুলির সাধারণীকরণ সম্ভব নয়।

১. মুদ্রণের পরিপাটি অনেক ক্ষেত্রেই থাকে না।
২. নিউজপ্রিন্ট বা কম দামী কাগজ ব্যবহার সাধারণত দেখা যায়।
৩. তরুণদের লেখায় সমৃদ্ধ থাকে।
৪. কোন কোন পত্রিকা বাজারি কাগজের খ্যাতনামা লেখকদের লেখা ছাপতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করে।
৫. বেশির ভাগ পত্রিকা ক্ষণজীবী হয়। যদিও পঞ্চাশ বছর পার করার ইতিহাসও কোন কোন পত্রিকার আছে।
৬. নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রাখতে পারেন না বেশিরভাগ সম্পাদক। গ্রামগঞ্জে মুদ্রণের সঠিক পরিকাঠামো না পাওয়া; অর্থনৈতিক দুর্বলতা এসব কিছুর মূলে।
৭. নানা সময়ে সাহিত্য বাসর করার প্রবণতা সম্পাদকদের মধ্যে থাকে।